অন্তর্দৃষ্টি বনাম অন্ধত্ব

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অন্তর্দৃষ্টি বনাম অন্ধত্ব

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

অন্তর্দৃষ্টি বনাম অন্ধত্ব

প্রথম সংস্করণ। নভেম্বর 16, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সূচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমাদের ভাই হাসানকে বিশেষ ধন্যবাদ, যার নিবেদিত সমর্থন শেখপডকে নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ উচ্চতায় উন্নীত করেছে যা এক পর্যায়ে অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত ছোট বইটি এই বিশ্বের অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্ধত্বের মধ্যে কিছু পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করে। এই আলোচনা পবিত্র কুরআনের অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 168-171 এর উপর ভিত্তি করে:

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও উত্তম তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি? কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।"

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজনকে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য অবলম্বন করা মন ও শরীরের শান্তির দিকে নিয়ে যায়।

অন্তর্দৃষ্টি বনাম অন্ধত্ব

অধ্যায় 2 – আল বাকারা, আয়াত 168-171

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ
مُّبِينٌ ١٦٨

إِنَّمَا يَأۡمُرُكُم بِٱلسُّوٓءِ وَٱلۡفَحۡشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ١٦٩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ
ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ ١٧٠

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءٗ وَنِدَآءٗۚ صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ
لَا يَعۡقِلُونَ ١٧١

“হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও উত্তম তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না।

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি?

কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।"

“হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও উত্তম তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না। আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি? কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।"

অন্যান্য অনেক ধর্ম এবং জীবন পদ্ধতির বিপরীতে, ইসলাম সমস্ত মানুষকে সমানভাবে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতের কোনো পক্ষপাত ছাড়াই সাফল্যের দিকে আমন্ত্রণ জানায়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি..."

ইসলাম স্পষ্ট করে দেয় যে একমাত্র জিনিস যা একজনকে অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠ করে তোলে তা হল তারা কতটা আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, যার মধ্যে একটি আশীর্বাদ ব্যবহার করা জড়িত যা তাকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে এবং এর ঐতিহ্যে বর্ণিত হয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অধ্যায় 49 আল হুজুরাত, আয়াত 13:

"...অবশ্যই, আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক..."

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য লুকানো থাকায় কেউ দাবি করতে পারে না যে তারা বা অন্যরা অন্য লোকেদের চেয়ে উচ্চতর। পরিবর্তে, একজনকে আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর আনুগত্য করার দিকে মনোনিবেশ করতে হবে এবং অন্যকেও একই কাজ করার উপদেশ দিতে হবে।

ইসলামের অভ্যন্তরীণ ভিত্তি যেমন ভালো নিয়্যত গ্রহণ করা, তেমনি ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তি হল হালাল যা উপার্জন করা এবং সেবন করা। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম..."

যে হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে সে তাদের সমস্ত কাজকে ধ্বংস করে দেবে, কারণ তারা তাদের ইসলামের বাহ্যিক ভিত্তিকে কলুষিত করেছে। এটিকে সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে এবং সেবন করে সে কখনোই এই পৃথিবীতে বা পরকালে মানসিক শান্তি এবং প্রকৃত সাফল্য পাবে না, কারণ মহান আল্লাহ তাদের বিষয় এবং তাদের আধ্যাত্মিক হৃদয়, বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ করেন। মনের শান্তি বেআইনি উপায়ে তারা যে জিনিসগুলি পায় তা উভয় জগতেই তাদের জন্য চাপ, উদ্বেগ এবং ঝামেলার উত্স হয়ে উঠবে, এমনকি যদি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম..."

একজন মুসলমানকে অবশ্যই যা খাঁটি ও স্বাস্থ্যকর তা উপার্জন ও সেবনের চেষ্টা করতে হবে। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম জামে আত তিরমিযী, 2380 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে উপদেশ দিয়েছেন যে, একজন ব্যক্তি তার পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, তার এক তৃতীয়াংশ পান করার জন্য এবং বায়ু থেকে তৃতীয় বাকি. এটি সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ তাদের পূর্ণ হওয়ার আগেই খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং যদি তাদের অন্য খাবারে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তারা অন্যদেরকে সতর্ক না করেই এতে অংশ নিতে পারে যে তারা ইতিমধ্যেই খেয়েছে। যেহেতু অতিরিক্ত খাওয়া এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার অগণিত মানসিক ও শারীরিক সমস্যার দিকে পরিচালিত করে, সেহেতু যে ব্যক্তি ইসলামের নির্দেশিত সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করে, সে মন ও শরীরের একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের দিকে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যার ফলে মানসিক প্রশান্তি আসে। . পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ভারসাম্যপূর্ণ এবং স্বাস্থ্যকর উপায়ে আহার করতে ব্যর্থ হয়, এমনকি হারাম যা গ্রহণ করে এবং সেবন করে, সে একটি ভারসাম্যহীন মানসিক ও শারীরিক অবস্থা লাভ করবে, যা অগণিত মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করে। উভয় জগতের এই দুর্দশাই শয়তান মানবজাতির জন্য কামনা করে এবং তাই সে তাদেরকে বেআইনি ও অস্বাস্থ্যকর জীবনধারার দিকে উৎসাহিত করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"... পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা থেকে খাও [যা] হালাল ও উত্তম এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

শয়তানের এই ফাঁদ থেকে বাঁচতে ইসলামী জ্ঞান শেখা ও তার উপর আমল করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, একজনকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, তাদের হালাল রিযিক যেমন তাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, মহান আল্লাহ, আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে, এটি অনিবার্যভাবে তাদের কাছে পৌঁছাবে এবং অন্য কেউ তাদের থেকে তা আটকাতে বা বাড়াতে পারবে না। এটা তাদের জন্য। সহীহ মুসলিমের ৬৭৪৮ নম্বর হাদিসে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে তাদের বৈধ রিযিক পাওয়ার জন্য যে শক্তি ও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা ব্যবহার করা। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ তাদের

পক্ষ পূর্ণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত, মহান আল্লাহ, তারা নিশ্চিত করবেন যে তারা তাদের জন্য এতদিন আগে বরাদ্দকৃত বৈধ রিজিক পাবে, এমনকি যদি এটি অর্জনের জন্য তাকে আসমান ও জমিনকে স্থানান্তর করতে হয়। অধ্যায় 11 হুদ, আয়াত 6:

"এবং পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যে তার রিযিক আল্লাহর উপর রয়েছে এবং তিনি এর বাসস্থান ও সংরক্ষণের স্থান জানেন। সবকিছুই একটি সুস্পষ্ট রেজিস্টারে রয়েছে।"

উপরন্তু, শয়তান যতই বেআইনি বিধানকে সুন্দর করার চেষ্টা করুক না কেন, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে তারা কখনই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা থেকে পালাতে পারে না এবং উভয় জগতে তাদের কর্মের পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 168:

"... *আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"*

এর মধ্যে ইসলাম দ্বারা নির্ধারিত জীবন পদ্ধতি এবং আচরণবিধি ব্যতীত অন্য একটি জীবন পদ্ধতি এবং আচরণবিধি গ্রহণ করা জড়িত। বাস্তবে, তারা এই পৃথিবীতে মাত্র দুটি পথ। প্রথম পথের মধ্যে রয়েছে আন্তরিকভাবে মহান

আল্লাহর আনুগত্য করা, যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে দেওয়া নেয়ামত ব্যবহার করা। . এটি মনের শান্তি এবং উভয় জগতে সাফল্যের দিকে পরিচালিত করে, কারণ মহান আল্লাহ সমস্ত কিছুর বিষয় এবং ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেন। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

এই পথ মানুষকে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার পূরণে উৎসাহিত করবে, যার ফলে সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তির বিস্তার নিশ্চিত হবে। উপরন্তু, এই পথ নির্দেশনার দুটি উত্স, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে সকল পরিস্থিতিতে কঠোরভাবে মেনে চলার অন্তর্ভুক্ত। অতএব, ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর কাজ করা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে, যদিও সেগুলো ভালো কাজের দিকে পরিচালিত করে। আসল বিষয়টি এই যে, কেউ ধর্মীয় জ্ঞানের অন্যান্য উৎসের উপর যত বেশি কাজ করবে, তত কম তারা হেদায়েতের দুটি উৎসের উপর আমল করবে, যা ফলত গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি কারণ যার কারণে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুনানে আবু দাউদ, 4606 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যে কোনো বিষয় যা হেদায়েতের দুটি সূত্রে নিহিত নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে। মহান আল্লাহ।

অন্য পথ, শয়তানের পথ, যে আশীর্বাদ মঞ্জুর করা হয়েছে তার অপব্যবহার করা জড়িত। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 168-169:

"... আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না।"

এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই দুঃখ, অসুবিধা এবং ঝামেলার দিকে নিয়ে যেতে পারে, এমনকি যদি কেউ মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করে। এটি বেশ স্পষ্ট হয় যখন কেউ ধনী এবং বিখ্যাত এবং তাদের সম্পদ এবং খ্যাতি সত্ত্বেও তাদের হতাশাগ্রস্ত এবং দুঃখজনক জীবনযাপন দেখে, এমনকি তারা মজা এবং বিনোদনের মুহূর্তগুলি অনুভব করলেও। উপরন্তু, এই পথটি শুধুমাত্র সমাজের মধ্যে মন্দ ও অনৈতিকতার বিস্তার ঘটায়, কারণ লোকেদেরকে গবাদি পশুর মতো আচরণ করতে উত্সাহিত করা হয় যারা কেবল তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আগ্রহী এবং তাই তাদের জীবনযাত্রার বিরোধিতা করে এমন কিছুকে উপেক্ষা করে যাতে তারা বধির হওয়ার মতো আচরণ করে। , বোবা এবং অন্ধ। এটি তাদের আল্লাহ, মহান বা অন্যান্য লোকের অধিকার পূরণে বাধা দেবে এবং তাই সমাজে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসারকে বাধা দেবে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 171:

" কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।"

যে সমাজ এমন আচরণ করবে তার মধ্যে ন্যায়বিচার ও শান্তির প্রসার রোধ করবে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 82:

"সুতরাং তারা একটু হাসুক এবং [তারপর] তারা যা উপার্জন করত তার প্রতিদান হিসাবে কাঁদুক।"

অধ্যায় 20 ত্বহা, আয়াত 124-126:

"এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে - প্রকৃতপক্ষে, তার একটি হতাশাগ্রস্ত [অর্থাৎ, কঠিন] জীবন থাকবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় সমবেত করব।" সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ করে তুলেছেন অথচ আমি [একবার] চক্ষুষ্মান ছিলাম? [আল্লাহ] বলবেন, "এভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, এবং তুমি সেগুলিকে [অর্থাৎ অবহেলা করে] ভুলে গিয়েছিলে এবং এভাবেই আজ তোমাকে বিস্মৃত করা হবে।"

তাই একজনকে অবশ্যই জীবনের সঠিক পথটি বেছে নিতে হবে যদিও এটি তাদের ইচ্ছার বিরোধিতা করে, কারণ এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম। তাদের অবশ্যই একজন বুদ্ধিমান রোগীর মতো আচরণ করতে হবে যারা তাদের ডাক্তারের চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণ করে এবং কাজ করে, জেনে যে এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাদের তিক্ত ওষুধ এবং একটি কঠোর ডায়েট প্ল্যান দেওয়া হয়।

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 169:

"... *আর আল্লাহর সম্পর্কে এমন কথা বলা যা তুমি জানো না।"*

শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদ হল মানুষকে আল্লাহ, মহান এবং তাঁর ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে উৎসাহিত করা যা পবিত্র কুরআনে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর হাদীসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যদি একজন ব্যক্তি এইভাবে আচরণ করে তবে তারা মহান আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস গ্রহণ করবে, যা অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি তাদের কেবলমাত্র তাঁর অবাধ্য হতে উত্সাহিত করবে। উদাহরণস্বরূপ, অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই সত্যটি গ্রহণ করবে যে আল্লাহ, মহান, সমস্ত ক্ষমাশীল প্রসঙ্গের বাইরে এবং তাই তারা পাপ এবং তাঁর অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকবে এবং ধরে নেবে যে তারা মহান আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কারণ তিনি ক্ষমাশীল। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অর্থ হবে মহান আল্লাহ অন্যায় ও অন্যায্য এবং তিনি মন্দ কাজকারীর সাথে ভালো কাজকারীর সমান আচরণ করবেন। এ ধরনের মিথ্যা কথা বিশ্বাস করা মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অসম্মানজনক। উপরন্তু, এই মিথ্যা মনোভাব কেবলমাত্র একজনকে তাদের অবাধ্যতার উপর অবিচল থাকতে উৎসাহিত করবে যা শুধুমাত্র উভয় জগতেই শাস্তির কারণ হতে পারে। অতএব, মুসলমানদেরকে আল্লাহ, মহান, পবিত্র কুরআন, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং বিচার দিবসের প্রতি সঠিক উপলব্ধি গ্রহণ করার জন্য ইসলামী শিক্ষাগুলি শিখতে এবং তার উপর আমল করতে হবে , যাতে তারা দৃঢ় থাকে। সর্বদা মহান আল্লাহর আন্তরিক আনুগত্যের উপর। এর সাথে জড়িত আশীর্বাদগুলিকে ব্যবহার করা যা তাকে খুশি করার উপায়ে দেওয়া হয়েছে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে।

যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে, লোকেরা ইসলামের সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করার এবং এর শিক্ষা অনুসারে কাজ করার একটি বড় কারণ হল এটি তাদের আকাঙ্ক্ষাকে চ্যালেঞ্জ করে। মানুষ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার আরেকটি বড় কারণ আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 170:

" *আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, "বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব।" যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি?*

অন্যের অন্ধ অনুকরণ সর্বদাই বিভ্রান্তির প্রধান উৎস। মানুষকে অবশ্যই গবাদি পশুর মতো কাজ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি উপযুক্ত বিকল্প বেছে নেওয়ার জন্য তথ্য ও প্রমাণ বিশ্লেষণ করার জন্য তাদের দেওয়া সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে। এটা পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় বিষয়েই প্রযোজ্য। বেশিরভাগ ধর্মের বিপরীতে, ইসলাম অন্ধ অনুকরণের নিন্দা করে এবং মানবজাতিকে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় যাতে তারা ইসলামের সত্যতা নিজেদের জন্য অনুমান করতে পারে। অধ্যায় 12 ইউসুফ, আয়াত 108:

"বলুন, এটাই আমার পথ, আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে, আমি অন্তরদৃষ্টির সাথে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই..."

এবং অধ্যায় 34 সাবা, আয়াত 46:

" বলুন, "আমি তোমাদের শুধুমাত্র একটি [বিষয়] উপদেশ দিচ্ছি - তোমরা আল্লাহর জন্য জোড়ায় জোড়ায় এবং পৃথকভাবে [সত্যের সন্ধানে] দাঁড়াও এবং তারপর চিন্তা কর।" তোমার সঙ্গীতে নেই কোন উন্মাদনা। কঠিন শাস্তির পূর্বে তিনি তোমাদের জন্য সতর্ককারী মাত্র।"

তাই একজন মুসলমানকে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যকে চিনতে অন্যের অন্ধ অনুসরণ না করে জ্ঞান অন্বেষণ ও তার উপর আমল করার পথ অবলম্বন করতে হবে। এই মনোভাব শিশুদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিন্তু বড়দের মধ্যে নয়। যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও তার উপর আমল করা এড়িয়ে চলে, তখন তারা অনিবার্যভাবে শয়তানের ফাঁদে পড়ে এমন একটি আচরণবিধি এবং জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করে যা তাদের দেওয়া নেয়ামতের অপব্যবহার করতে উৎসাহিত করে। এটি শুধুমাত্র উভয় জগতেই সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি যদি একজন মুসলিম মৌলিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করে, যা সাধারণত দিনের এক ঘন্টারও কম সময় নেয়। অধ্যায় 2 আল বাকারাহ, আয়াত 168-169:

“... *আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তিনি তোমাদিগকে শুধু মন্দ ও অশ্লীলতার নির্দেশ দেন এবং আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলতে যা তুমি জানো না।*

এমনকি ভাল কাজ করার ক্ষেত্রেও অন্যকে অন্ধভাবে অনুসরণ করা ইসলামে বাঞ্ছনীয় নয়, যদিও কেউ ভাল করছে। এর কারণ হল ইসলাম একজনকে সত্য সম্পর্কে সচেতন হতে শেখায় এবং তাই এটিকে সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে

কাজ করে এবং অন্য কেউ তাদের বলেছে বলে এটিতে কাজ না করে। যদিও ভালো কিছুর ক্ষেত্রে অন্যের অন্ধ অনুকরণ উভয় জগতেই মানসিক শান্তির দিকে নিয়ে যায় কিন্তু এই ধরনের ব্যক্তিরা কঠিন সময়ে সহজেই অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে কারণ তাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা নেই যা ইসলামিক জ্ঞানের সাথে আসে। সব সময় ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ। এই ব্যক্তি আনুগত্য এবং অবাধ্যতার মধ্যে নড়বড়ে হবে তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে বা এই জড় জগতের বাইরে জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যের জন্য লক্ষ্য না করে। এই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য, এমনকি যদি তারা আখিরাতে নাজাত পায় এবং যে ব্যক্তি ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে এবং তার উপর আমল করে এবং বিশ্বাসের সাথে তাদের জীবন যাপন করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণ আলাদা।

অনুরূপ মানসিকতায়, কিতাবেরা তাদের বড়দের অন্ধ অনুকরণ করে এবং বিনা প্রশ্নে তাদের আনুগত্য করে এবং তাদের মতামতকে মহান আল্লাহর বাণী ও আদেশ বলে তাদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে। অধ্যায় 9 তাওবাহ, আয়াত 31:

"তারা [কিতাবেরা] আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশদেরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে..."

দুঃখের বিষয়, কিছু মুসলমানও মহান আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি ব্যবহার না করে তাদের আলেম ও নেতাদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে। যদিও একজন সঠিকভাবে পরিচালিত আলেমকে অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ তবুও একজন মুসলমানকে তাদের বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য ইসলামী শিক্ষা অধ্যয়নের মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু কেউ কেউ অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে এবং অন্ধভাবে তাদের পণ্ডিতদের অনুসরণ করে যেন তারা নিখুঁত এবং ত্রুটি থেকে মুক্ত। অতএব, একজন মুসলিম যে একজন নির্দিষ্ট আলেমকে অনুসরণ করে যারা একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসের পক্ষে

থাকে তাদের উচিত ধর্মান্ধের মতো আচরণ করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত যে তাদের আলেম সর্বদা সঠিক তাই তাদের আলেমদের মতের বিরোধিতাকারীদের ঘৃণা করা উচিত। এই আচরণ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কিছু/কাউকে অপছন্দ করা নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতদের মধ্যে বৈধ মতের মতপার্থক্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিমকে একটি নির্দিষ্ট আলেমের অনুসরণ করা উচিত এটিকে সম্মান করা উচিত এবং অন্যদের অপছন্দ করা উচিত নয় যারা তারা যে পণ্ডিতকে অনুসরণ করে তার থেকে ভিন্ন।

একজন ব্যক্তি যদি অন্ধ অনুকরণে অটল থাকে, তবে তাদের জীবন গবাদি পশুর জীবন ছাড়া আর কিছুই হয়ে ওঠে না, যারা অন্ধভাবে অন্যদের অনুসরণ করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি উভয় জগতেই কেবল সমস্যা, চাপ এবং দুর্দশার দিকে পরিচালিত করবে কারণ ব্যক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকার শক্তি থাকবে না, এমনকি যদি তারা ভাল লোকদের অন্ধভাবে অনুসরণ করে। এবং অন্ধ অনুকরণকারীর পক্ষে খারাপ লোকদের এবং তাদের মতামতের অনুসরণ করা অনিবার্য, যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক, যদিও তারা ধার্মিক লোক হিসাবে দেখা দেয়। দুঃখের বিষয় হল এই অন্ধ অনুকরণকারীরা ধরে নেবে যে তারা সঠিকভাবে কাজ করছে যখন প্রকৃতপক্ষে তারা সত্যই সরল পথ থেকে কতটা দূরে তা তারা জানে না। যে জানে যে তারা হারিয়ে গেছে সে হয়তো তাদের গতিপথ সামঞ্জস্য করতে পারে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে যে তারা সঠিক পথে রয়েছে সে তাদের পথ সামঞ্জস্য করার সম্ভাবনা কম। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 171:

" *কাফেরদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মত, যে চিৎকার করে যে ডাকাডাকি ছাড়া আর কিছুই শোনে না [অর্থাৎ, গবাদি পশু বা ভেড়া] - বধির, বোবা এবং অন্ধ, তাই তারা বোঝে না।*"

অন্ধ অনুকরণকারী তাদের কোন ভাল পরামর্শের প্রতি মনোযোগ দিতে অসম্ভাব্য, যখনই এটি তাদের অন্ধ অনুকরণকারীদের পথের বিরোধিতা করে। এক্ষেত্রে তাদের সাথে কথা বলা আর গবাদি পশুর সাথে কথা বলা এক। তাই একজন মুসলমানকে অবশ্যই অন্যদের অন্ধ অনুকরণ করা এড়িয়ে চলতে হবে এবং এর পরিবর্তে ইসলামী জ্ঞান শেখার এবং তার উপর আমল করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা বিশ্বাসের নিশ্চিততা লাভ করে এবং অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে এবং পূরণ করতে পারে। 170 নং আয়াতে এটি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেহেতু মহান আল্লাহ মানুষকে পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, শুধুমাত্র মৌখিকভাবে বিশ্বাসের দাবি করার পরিবর্তে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 170:

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর"...

যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদ ব্যবহার করবে, যেমনটি ইসলামী শিক্ষায় বর্ণিত হয়েছে, যদিও তা অন্যের পথ ও বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এর ফলে মানসিক শান্তি এবং উভয় জগতেই সাফল্য আসে। সি অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 170:

" *আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, "বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যা করতে দেখেছি তারই অনুসরণ করব।" যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বোঝেনি এবং তারা হেদায়েতও পায়নি?*

এই আয়াতটি ধর্মীয় ও পার্থিব উভয় ক্ষেত্রেই জ্ঞানের অধিকারী এবং এর উপর আমলকারীদের সাথে পরামর্শ করার গুরুত্ব নির্দেশ করে। তাই একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই সাবধানে বেছে নিতে হবে যে তারা তাদের বিষয়ে কার সাথে পরামর্শ করবে এবং এই লোকেদের সীমাবদ্ধ করবে যারা তাদের বিষয়ে জ্ঞান রাখে। উদাহরণ স্বরূপ, যার চিকিৎসা সমস্যা আছে তাকে চিকিৎসা জ্ঞানের অধিকারী একজনকে খোঁজা উচিত, যেমন একজন ডাক্তার। আর যে ব্যক্তি দ্বীনী উপদেশ চায় তাকে অবশ্যই দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি যেমন আলেমকে তালাশ করতে হবে। এটা লক্ষ্য করা দুঃখজনক যে, পার্থিব বিষয়ে, মুসলিমরা প্রায়শই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয় কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে তারা প্রায়শই যে কোনও অজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুসরণ করে। উপরন্তু, একজনকে কেবলমাত্র তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে, কারণ তারাই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং তারা কখনই অন্যদেরকে কোন অবস্থাতেই মহান আল্লাহকে অমান্য করার পরামর্শ দেবে না। অধ্যায় 35 ফাতির, আয়াত 28:

"... শুধু তারাই আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞান রাখে..."

অতএব, একজনকে কেবল তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে যারা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী এবং যারা মহান আল্লাহকে ভয় করে। অন্যথায় তারা অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করবে যারা তাদের পথভ্রষ্ট করবে, যদিও এটি তাদের উদ্দেশ্য নাও হয়।

বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400+ English Books / كتب عربية / اردو كتب/ Buku Melayu / বাংলা বই / Libros En Español / Livres En Français / Libri Italiani / Deutsche Bücher / Livros Portugueses:

https://shaykhpod.com/books/

Backup Sites for eBooks: https://shaykhpodbooks.wordpress.com/books/
https://shaykhpodbooks.wixsite.com/books
https://shaykhpod.weebly.com
https://archive.org/details/@shaykhpod

https://www.youtube.com/@ShaykhPod/playlists

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

দৈনিক ব্লগ: www.ShaykhPod.com/Blogs
AudioBooks : https://shaykhpod.com/books/#audio
ছবি: https://shaykhpod.com/pics
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন:
http://shaykhpod.com/subscribe

অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট :
https://archive.org/details/@shaykhpod